০১ অগাস্ট ২০১৫

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জুলাই ২০১৫

চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার বলি সাধারণ জনগণ

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

হেফাজতে নির্যাতন

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ ও সভা-সমাবেশে বাধা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অধিকার হরণ

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

গণপিটুনীতে হত্যা অব্যাহত

সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৫ এর খসড়া অনুমোদন

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদন্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের জুলাই মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৫ জন নিহত এবং ৪৭৫ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩২টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪ জন নিহত ও ৪৩১ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

২. আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়নের ফলে অন্তর্দলীয় অসংখ্য কোন্দলের ঘটনা ঘটছে। এই সব কোন্দলের বেশীর ভাগ ঘটনাই ঘটছে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপ্রত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করতে যেয়ে। এছাড়া এই সব সংঘর্ষে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের মারণাস্ত্র হাতে নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে তিনটি ঘটনা তুলে ধরা হলো:

৩. গত ৫ জুলাই গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের আকুলিচালা গ্রামে সরকারি জমি থেকে গাছকাটাকে কেন্দ্র করে মধ্যপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন এর সমর্থকদের সঙ্গে মধ্যপাড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আলমের সমর্থকদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে দুই পক্ষের মোট ৫ জন আহত হন।[১]

৪. গত ৬ জুলাই সানি নামে ঢাকার তিতুমির কলেজ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের এক কর্মীকে ঢাকার মহাখালী ওয়্যারলেস গেইট এলাকায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত শ্রমিক লীগের নেতা রাব্বী মারধর করেন। এই ঘটনার জের ধরে তিতুমির কলেজের সামনের রাস্তার দুই পাশে বিবাদমান দুই পক্ষই অবস্থান নেয় এবং একে অপরের দিকে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা লাঠি-সোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র

[১] যুগান্তর, ৬ জুলাই ২০১৫

হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে এবং প্রায় ৩০টি গাড়ী ভাংচুর করে।[২] তিতুমির কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা প্রায়ই রেঁস্তোরায় গিয়ে বিল না দিয়ে খাবার খাওয়ার কারণে এই ধরনের মারধরের ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।[৩]

৫. দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো এই ধরনের সহিংস ঘটনার সঙ্গে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকা সত্ত্বেও সাধারণ নাগরিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন। গত ২৩ জুলাই মাগুরা শহরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সময় আবদুল মোমেন ভূঁইয়া মিরাজ (৬২) নামের এক ব্যক্তি নিহত এবং নাজমা বেগম নামের এক অন্তঃসত্তা গৃহবধু গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। মা ও পেটের শিশুকে বাঁচাতে অস্ত্রোপচারের পর মায়ের পেট থেকে গুলিবিদ্ধ কন্যাশিশুকে বের করা হয়।[৪] শিশুটিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরী চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

৬. *অধিকার* রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে প্রধানত ক্ষমতাসীন দল তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণদের ব্যবহার করে বিভিন্ন ফায়দা হাসিল করার কারণে তাদের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের জন্য সময়োপযোগী ভূমিকা পালনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে সুনাগরিক হবার পরিবর্তে এদের অনেকেই দুর্বৃত্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এছাড়া *অধিকার* অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সব দলের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। শুধুমাত্র এর মাধ্যমেই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন হ্রাস করে একটি জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অধীনে বাংলাদেশকে স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৭. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য মতে জুলাই মাসে ৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৮. নিহত ৭ জনেই 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৫ জন র‍্যাবের হাতে এবং ২ জন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন।

নিহতদের পরিচয়

৯. নিহত ৭ জনের মধ্যে ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) এর আঞ্চলিক নেতা ও ৬ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

[২] যুগান্তর, ৭ জুলাই ২০১৫
[৩] প্রথম আলো, ৭ জুলাই ২০১৫
[৪] প্রথম আলো, ২৯ জুলাই ২০১৫

১০. *অধিকার* মনে করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশে আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। অপরাধ প্রমাণের আগেই রাষ্ট্রীয় বাহিনী বিনাবিচারে অভিযুক্তদের হত্যা করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

হেফাজতে নির্যাতন

১১. ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘ প্রণীত নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে এবং কনভেনশন অনুমোদনকারী প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ তাদের জাতীয় আইনে নির্যাতনকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে সম্মত হয়েছে। এই অনুযায়ী ২০১৩ এর ২৪ অক্টোবর সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরীর উত্থাপিত 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' জাতীয় সংসদে কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু তারপরও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন এবং নির্যাতনের কারণে মৃত্যুর ঘটনা অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলছে।

১২. গত ৫ জুলাই মতিঝিল থানা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার কারাবন্দী মোসলেহউদ্দিন (৬০) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। মোসলেহউদ্দিনের বড় ভাই হাজী মাসুম জানান, গত ১ জুন কমলাপুর জামে মসজিদ থেকে এশার নামাজ পড়ে বের হওয়ার সময় সাদা পোশাকধারী পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি অভিযোগ করেন, মোসলেহউদ্দিনকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রিমান্ডে নির্যাতনের কারণেই তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে।[৫]

১৩. *অধিকার* মনে করে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

১৪. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সময়ে ৪০ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৯ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ২১ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ১০ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৫. গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার যা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়; যাঁদেরকে সরকার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। *অধিকার* এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্এ্যাপিয়ারেনসেস (আফাদ) এবং ইন্টান্যাশনাল কোয়ালিশন এগেইনস্ট এনফোর্সড ডিস্এ্যাপিয়ারেনসেস (ইকায়েদ) এর সদস্য হিসেবে

[৫] নয়াদিগন্ত, ৬ জুলাই ২০১৫

গুম জনিত অপরাধের ঘটনাগুলোর তথ্য সংগ্রহ, তথ্যানুসন্ধান, ভিকটিম ফ্যামিলি নেটওয়ার্ক গঠন এবং গুমের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

১৬. গুমের শিকার ভিকটিম পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে লাশ পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে। অতীতে গুমের ঘটনাগুলো সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এবং অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বারবার অস্বীকার করেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে গুম প্রমাণিত হওয়ার পরও অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এই ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে।

১৭. ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াবেতাই গ্রামের মোহাম্মদ ঠান্ডু মণ্ডল (৫৫) ও তাঁর মেয়ের স্বামী আক্তার আলী (৩৫) কে র‍্যাব পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গত ৩ জুলাই রাতে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার ভোলাদা গ্রামের মাঠ থেকে ঠান্ডু মণ্ডলের হাত-মুখ বাঁধা লাশ উদ্ধার করা হয়।[৬] আক্তার আলীর স্ত্রী ও ঠান্ডু মণ্ডলের মেয়ে লাবনী খাতুন *অধিকার*কে জানান, তাঁর পিতা ঠান্ডু মন্ডল ১০/১২ বছর আগে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির[৭] সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু পরে তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। পার্টি করার সময় তাঁর নামে কয়েকটি মামলা হলেও পরে সেই মামলাগুলো নিস্পত্তি হয়ে যায়। এরপর থেকে পুলিশি হয়রানি এড়াতে তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে মোল্লাকুয়া গ্রামে বসবাস করতেন। গত ৩০ জুন রাত আনুমানিক ৮ টায় গরমের জন্য ঠান্ডু মণ্ডল বাড়ির ছাদে ঘুমাতে যান। এর ১০ মিনিট পরই ছাদ থেকে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে লাবনী ছাদে ওঠেন। এই সময় দেখতে পান দুইজন লোক তাঁর বাবার হাতে হাতকড়া পড়িয়ে টানা হেঁচড়া করছে। এই সময় নিচ থেকে অস্ত্রহাতে আরো দুই ব্যক্তি ছাদে উঠে আসে। তারা নিজেদের র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে ঠান্ডু মন্ডলকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। ঠান্ডু মন্ডল যেতে অস্বীকৃতি জানালে চারজন মিলে তাঁকে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে থাকে। এই সময় লাবনী খাতুন তাঁর স্বামী আক্তার আলীকে স্থানীয় চেয়ারম্যানকে ডেকে আনার জন্য পাঠান। ঠান্ডু মণ্ডলকে যখন ছাদ থেকে নামিয়ে এনে বাড়ির বাইরে রাখা সাদা রংয়ের মাইক্রোবাসে তোলা হয়, তখন লাবনী খাতুন তাঁর স্বামী এবং আরো ৩/৪ জন লোককে গাড়িতে দেখতে পান। লাবনী ওই ব্যক্তিদের কাছে তাঁর স্বামীকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু র‍্যাবের পরিচয় দেয়া লোকগুলো তাঁকে ধাক্কা মেরে গাড়ির কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। পরদিন ১ জুলাই সকালে লাবনী ও তাঁর আত্মীয় স্বজন মিলে ঝিনাইদহ র‍্যাব ক্যাম্প, ঝিনাইদহ ডিবি অফিস, কালীগঞ্জ থানা ও কোটচাঁদপুর থানায় যোগাযোগ করেন। কিন্তু সব জায়গা থেকেই ঠান্ডু মন্ডল ও আক্তার আলীকে গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। ৩ জুলাই রাতে মাগুরা জেলার শালিখা থানার ভোলাদা গ্রামের মাঠ থেকে হাত ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ঠান্ডু মন্ডলের লাশ উদ্ধার করে শালিকা থানা পুলিশ। স্থানীয়দের মুখে খবর শুনে শালিখা গিয়ে লাবনী তাঁর বাবার লাশ শনাক্ত করেন। গত ৫ জুলাই সকালে মাগুরার শ্রীপুর থানা থেকে ফোন করে তাঁকে জানানো হয় তাঁর স্বামী শ্রীপুর হাসপাতালে ভর্তি আছেন। শ্রীপুর হাসপাতালে গিয়ে তিনি জানতে পারেন একদল লোক ওই দিন সকালে ডাকাত সন্দেহে তাঁকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

[৬] প্রথম আলো, ৪ জুলাই ২০১৫

[৭] পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি একটি গোপন বিপ্লবী বামপন্থী সংগঠন

করেছে। পরবর্তীতে তাঁর স্বামী তাঁকে জানান, বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাবার পর তাঁকে একটি ঘরে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় আটকে রাখা হয়েছিলো। ৫ জুলাই গভীর রাতে আক্তার আলীকে গাড়িতে করে শ্রীপুর নিয়ে যাওয়া হয়। চোখ বাঁধা অবস্থায়ই গাড়ি থেকে তাঁকে নামিয়ে দেয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পর কয়েকজন লোক তাঁকে পিটিয়ে পুলিশে দেয়। শ্রীপুর থানা পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করায় এবং সেখানে তিনি পুলিশকে লাবনীর ফোন নম্বর দেন।[৮]

১৮. *অধিকার* গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

কারাগারে মৃত্যু

১৯. জুলাই মাসে ৪ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এরমধ্যে ৩ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে মৃত্যুবরণ করছেন এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

২০. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও কারাগারে স্বল্প এবং নিম্ন মানের খাবার দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং এই সব ব্যাপারে প্রশ্ন করলে বন্দিদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে ।

২১. অধিকার সমস্ত কারাগারে বন্দিদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছে। কারাগারে বন্দিদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ ও সভা-সমাবেশে বাধা

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘণ

২২. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ৬ জন সাংবাদিক আহত, ১ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় ৩ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

২৩. সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মামলা দায়েরের ঘটনাগুলো অব্যাহত আছে। *অধিকার* মনে করে এই ধরণের কার্যকলাপ স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা।

২৪. গত ৬ জুলাই দৈনিক প্রথম আলোয় ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলায় ভর্তুকির কলের লাঙল কেনা নিয়ে অনিয়মের খবর প্রকাশ করায় ঝিনাইদহ জেলার প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আজাদ রহমান ও কোটচাঁদপুরের স্থানীয় সাংবাদিক সুব্রত সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে চাঁদাবাজির মামলা করেছে কলের লাঙল সরবরাহকারী রাফি এন্টারপ্রাইজের মালিক আসাদুল ইসলাম। এতে সাক্ষি হয়েছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ সাজ্জাদ হোসেন। মামলা দায়েরের পর মামলাটি নথিভুক্ত করার জন্য আদালত কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, গত ২৭ মে প্রথম আলোয় 'কলের লাঙলের

[৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

ভর্তুকির বড় ভাগ সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের পকেটে' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর কৃষি মন্ত্রণালয় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সংসদে বিবৃতি দিয়ে প্রথম আলোর খবর অসত্য বলে দাবি করেন। আজাদ রহমান তদন্ত কমিটির আবেদনে সাড়া দেননি বলে তিনি সংসদে বিবৃতি দেন। প্রথম আলো পুরো বিষয়টি আবার অনুসন্ধান করে এবং ২ জুলাই 'প্রথম আলোর খবর অসত্য নয়, এখনো পাঁচজন কলের লাঙল কেনেননি' শিরোনামে খবর প্রকাশ করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি আবার এলাকায় গিয়ে অভিযুক্তদের সঙ্গে কথা বলে। এরপর কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী আবারও সংসদে বিবৃতি দিয়ে খবর অসত্য বলে দাবি করেন। প্রথম আলো প্রকাশিত 'খবর সত্য' বলে আবারও তার অবস্থান তুলে ধরে। এরপরই এই মামলা দায়ের করা হয়।[৯] এরপর ভতুর্কির টাকায় কলের লাঙলের জন্য নির্বাচিত কোটচাঁদপুর উপজেলার সাত জন গত ১২ ও ১৩ জুলাই প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, প্রথম আলোর ঝিনাইদহের নিজস্ব প্রতিবেদক আজাদ রহমান ও স্থানীয় সাংবাদিক সুব্রত সরকারকে আসামী করে সাতটি মানহানির মামলা দায়ের করেন।[১০]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ব্যবহার অব্যাহত

২৫. *অধিকার* এর তথ্যমতে, ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ১৬ জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের আওতায় গ্রেপ্তাতার করা হয়েছে।

২৬. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনো পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[১১] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লংঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

২৭. গত ৯ জুলাই ফেসবুকে মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমসহ বিভিন্ন মন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে শাহ আলম নামে এক যুবককে র‍্যাব ঢাকার ফকিরাপুলের একটি হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ তাঁকে দুইদিনের রিমান্ডে নেয়।[১২]

২৮. *অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই তাঁকে

---

[৯] প্রথম আলো, ৭ জুলাই ২০১৫

[১০] প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০১৫

[১১] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[১২] প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০১৫

গ্রেফতার বা হয়রানি করা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সভা-সমাবেশে বাধা

২৯. বর্তমান সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের ও মতের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিচ্ছে এবং পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। রমজানের সময়ও বিরোধী দলের ইফতার মাহফিলে ক্ষমতাসীন দলের দুবৃর্ত্তরা হামলা চালিয়েছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিবর্তনমূলক রূপ ধারন করেছে।

৩০. গত ৪ জুলাই নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত ইফতার মহফিলে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের কর্মীরা হামলা চালিয়ে প্যান্ডেল ভাংচুর ও ইফতার সামগ্রী ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, ইফতার শুরুর আগে যখন তাঁরা বক্তৃতা করছিলেন তখন এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় বিএনপি'র ১০ জন নেতা কর্মী আহত হন।[১৩]

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অধিকার হরণ

৩১. ঠাকুরগাঁও-২ আসনের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য দবিরুল ইসলাম এবং তাঁর ছেলে মাজহারুল ইসলাম সুজনের বিরুদ্ধে স্থানীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জমি দখল, তাঁদের ওপর হামলা ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রীয়একটি গোয়েন্দা সংস্থার পাঠানো প্রতিবেদন অনুযায়ী ও স্থানীয় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে, সংসদ সদস্য দবিরুল ইসলাম তাঁর সংসদীয় আসন বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পাড়িয়া ইউনিয়নের রনবাগ নামক স্থানে রনবাগ ইসলামী টি এস্টেট কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১০৬ একর আয়তনের ওই বাগানের মাঝখানে অকুল চন্দ্র সিংয়ের ২১ বিঘা জমি, ভাকারাম সিং ও জনক সিংয়ের ২৭ বিঘা জমি, থোনরাম সিংয়ের ২৪ বিঘা, ক্ষুদনলালের ২৪ বিঘাসহ ১০ টি হিন্দু পরিবারের চা-বাগান ও আবাদী জমি রয়েছে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংসদ সদস্যের ছেলে মাজহারুল ইসলাম ওরফে সুজন সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে ১৫০ থেকে ২০০ বিঘা জমি তার বাবা সংসদ সদস্য দবিরুল ইসলামের কাছে বিক্রি করার জন্য বাধ্য করতে চাইছেন। গত ১৯ জুন ২০১৫ মাজহারুল ইসলাম ওরফে সুজনের নেতৃত্বে রনবাগ ইসলামী টি এস্টেট কোম্পানীর তত্ত্বাবধায়ক একরামুল হক এবং স্থানীয় মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, আশরাফুল ইসলাম, এরশাদ আলী, বাবু মিনিসহ ২৫ থেকে ৩০ জন দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অকুল চন্দ্র সিং, ভাকারাম সিং ও জনক সিংয়ের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় ভাকারাম সিংসহ ১০ জন আহত হন।[১৪]

[১৩] প্রথম আলো ৫ জুলাই ২০১৫

[১৪] প্রথম আলো, ২৯ জুলাই ২০১৫

৩২. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর ক্ষমতাসীন দলের হামলা চলছেই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জমি দখল থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন, উপাসনালয়ে হামলাসহ বিভিন্ন ধরনের অন্যায় কর্মকান্ড চালাচ্ছে সরকার দলীয় নেতা-কর্মীরা। *অধিকার* সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত সংসদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

৩৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৪ জনকে গুলি করে ও ১ জনকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। এই মাসে মোট ৫ জন বিএসএফ এর হাতে আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ৪ জন গুলিতে এবং ১ জন নির্যাতনের কারণে আহত হন। একই সময়ে ৩ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়।

৩৪. কোন প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের বিএসএফ যখন তখন গুলি চালিয়ে বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা অব্যাহত রেখেছে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী এবং দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিয়মিত বৈঠকে বারবার এই বিষয়টি উঠলেও সেটা রুটিন মাফিক নিষ্ফল আশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, অর্থাৎ বিএসএফ সীমান্তে তাদের গৃহীত নীতি; দেখামাত্র গুলি করা থেকে একবিন্দুও সরে আসেনি। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বিএসএফ) বর্বরতার একটি বড় উদাহরণ কিশোরী ফেলানী হত্যা। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারী সীমান্ত অতিক্রম করার সময় কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে গিয়েছিলো ফেলানী। তখন সেই অবস্থাই ফেলানীর ওপর অমীয় ঘোষসহ বিএসএফ সদস্যরা গুলি চালিয়ে তাকে হত্যা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফেলানীর লাশ ৫ ঘন্টা ঝুলে ছিল কাঁটাতারে। *অধিকার* এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করে এবং ফেলানী হত্যার ব্যাপারে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে ও এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চায়।[১৫] এই হত্যাকাণ্ডের খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে এই ঘটনার দুই বছর পর ২০১৩ সালের ১৩ অগাস্ট কুচবিহার জেলার সোনারী এলাকায় ১৮১ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে জেনারেল সিকিউরিটি ফোর্স কোর্টে ফেলানী হত্যার বিচার শুরু হয়। ওই বিচারে বিএসএফ সদস্য অমীয় ঘোষকে নির্দোষ ঘোষণা করে আদালত। এই রায়কে প্রত্যাখান করে ফেলানী হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে আবেদন করেন ফেলানীর বাবা নুরুল ইসলাম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি পুনর্বিচারের সিদ্ধান্ত নেয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘদিন মামলাটি চলার পর একই আদালত গত ২ জুলাই রাতে বিএসএফ সদস্য অমীয় ঘোষকে পুনরায় নির্দোষ ঘোষণা করে।[১৬]

৩৫. গত ২ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার রঘুনাথপুর সীমান্তের লক্ষীপুর চর এলাকায় বিএসএফের গুলিতে মোহাম্মদ আশরাফুল (৪০) নামে এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৭]

---

[১৫] বিস্তারিত জানতে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেন দেখান: http://1dgy051vgyxh41o8cj16kk7s19f2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/03/Felani-killed-BSF-Fact-finding-report-2011-bang.pdf

[১৬] যুগান্তর, ৪ জুলাই ২০১৫

[১৭] যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০১৫

৩৬.গত ৮ জুলাই ভোররাত আনুমানিক সাড়ে ৪:০০টায় লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার লোহাকুচি সীমান্তে ৯১৬ নং মেইন পিলারের কাছে জাম্বু মিয়া (৩৫) নামের এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। নিহত জাম্বু মিয়া ওই সীমান্তের ভেলাবাড়ী ইউনিয়নের লোহাকুচি গ্রামের অধিবাসী। বিজিবি'র উপস্থিতিতে থানা পুলিশ নো-ম্যান্স ল্যান্ড থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লালমনিরহাট সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।[১৮]

৩৭.গত ১০ জুলাই বিএসএফের হাকিমপুর ক্যাম্পের কয়েকজন সদস্য একটি স্পিড বোট ও একটি দেশী নৌকায় সোনাই নদী দিয়ে সাতক্ষীরা জেলার কলোরোয়ার মাদরা সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে। এই সময় দুই জন বিএসএফ সদস্য অস্ত্র নিয়ে গ্রামবাসীদের কোনো কারণ ছাড়াই তাড়া করে। গ্রামবাসীরাও বিএসএফ এর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে বিজিবি সদস্যরা গ্রামবাসীদের সমর্থনে এগিয়ে আসলে বিএসএফ সদস্যরা ২০ রাউন্ড গুলিসহ একটি এসএলআর ও একটি দেশী নৌকা ফেলে পালিয়ে যায়।[১৯]

৩৮.দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করে ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের আক্রমণ করছে। অনেক ক্ষেত্রে বিএসএফ'র এই অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় জনসাধারণ যৌথভাবে প্রতিরোধও গড়ে তুলছে।

৩৯.*অধিকার* ফেলানী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে অভিযুক্ত অমীয় ঘোষকে পুনরায় নির্দোষ ঘোষনা করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে এই রায়ের মাধ্যমে সীমান্তে বিএসএফ যে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তার বৈধতা দেয়া হলো এবং এর ফলশ্রুতিতে সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক হত্যার ঘটনা আরো বৃদ্ধি পাবে। *অধিকার* অমীয় ঘোষসহ ফেলানী হত্যায় জড়িতদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের অন্য কোন দেশের বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৪০.২০১৫ সালের জুলাই মাসে ৯ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন। এঁদের মধ্যে ১জন ১৩ বছরের বালক ।

৪১.গত ৮ জুলাই একটি ভ্যান গাড়ি চুরির অভিযোগে ১৩ বছরের শিশু সব্জি ব্যবসায়ী সামিউল আলম রাজনকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। দারিদ্রের কারণে রাজন লেখা পড়া বাদ দিয়ে সবজী ব্যবসা করতে বাধ্য হয়। অভিযুক্তরা রাজনকে হত্যার ঘটনার ভিডিও করে এবং তা পরবর্তীতে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে।

[১৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লালমনিরহাটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৯] যুগান্তর, ১১ জুলাই ২০১৫

জানা যায়, ভ্যান গাড়ির মালিক মুহিত আলম ও তার ভাই কামরুল ইসলাম রাজনকে ধরে কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে যায় এবং টানা তিন ঘন্টা তাকে বেদম মারধর করে। এক সময়ে রাজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রাজন মারা গেলে তার লাশ লুকিয়ে ফেলার জন্য একটি মাইক্রোবাসে করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় জনতা মুহিত আলমকে লাশ সহ আটক করে জালালাবাদ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।[২০] অপর আসামী কামরুল ইসলাম জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও এস আই আমিনুলকে ৬ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে গত ১০ জুলাই সৌদি আরবে পালিয়ে যায়। সৌদি আরব পুলিশ পরে কামরুলকে গ্রেপ্তার করে। আরও ৬ লক্ষ টাকা দিলে আটক মুহিত আলমকে ছেড়ে দেয়া হবে বলেও পুলিশের সঙ্গে চুক্তি হয়। কামরুলের দেশ ত্যাগ ও লেনদেনের ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে ১১ জুলাই এলাকাবাসী জালালাবাদ থানা ঘেরাও করে। গ্রেপ্তারকৃত মুহিত আলম রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানিয়েছে যে, সে ছাড়া এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আরও যারা জড়িত ছিল, তারা হলো তার সৌদি আরব প্রবাসী ভাই কামরুল ইসলাম; আরেক ভাই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা আলী আহমদ; শামীম আহমদ; ও পাহারাদার ময়না মিয়া।[২১] এই রিপোর্ট প্রকাশকালীন সময় পর্যন্ত এই ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ৫ জন ইতিমধ্যে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। গত ২৪ জুলাই রাজন হত্যা মামলা ধামাচাপা ও আসামীদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পথ করে দেয়ার অভিযোগে জালালাবাদ থানার ওসি (তদন্ত) আলমগীর হোসেন এবং এসআই আমিনুল ও এসআই জাকির হোসেনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।[২২]

৪২. গত ৫ জুলাই রাতে ফরহাদ শেখ (২৫) ও মিলন (২৫) নামে দুই যুবক মোটর সাইকেলযোগে যাওয়ার পথে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলায় ময়না ইউনিয়নের হাটখোলা বাজারে স্পিড ব্রেকারে আঘাত লেগে ছিটকে পড়েন। এই সময় বাজারে ডাকাত প্রতিরোধে পাহারারত ১০-১৫ জন যুবক তাঁদের ওপর হামলা করে ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার করলে এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে তাঁদের গণপিটুনি দেয়। ঘটনাস্থলেই এই দুই যুবকের মৃত্যু হয়।[২৩]

৪৩. ২০১১ সালের ২৭ জুলাই নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জের চর কাঁকড়া ইউনিয়নের নিরীহ কিশোর শামসুদ্দিন মিলন (১৬) কে পুলিশ গাড়ীতে করে এনে জনতার কাছে হত্যার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়। সেখানে পুলিশের উপস্থিতিতেই তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় একটি হত্যা মামলাও হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন মামলা চলার পর পুলিশ পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মামলার বাদী শামসুদ্দিন মিলনের মা কোহীনূর বেগমকে দিয়ে আদালতে মামলা নিস্পতির জন্য আবেদন করায়।[২৪]

৪৪. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ সন্ধানীরা তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

[২০] মানবজমিন, ১৩ জুলাই ২০১৫/ অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২১] মানবজমিন, ১৫ জুলাই ২০১৫
[২২] যুগান্তর, ২৮ জুলাই ২০১৫
[২৩] মানবজমিন, ৭ জুলাই ২০১৫
[২৪] প্রথম আলো, ২৭ জুলাই ২০১৫

নিতে গণপিটুনীর ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে। *অধিকার* অবিলম্বে সামিউল আলম রাজন হত্যাকারীসহ এই অপরাধে সহযোগী পুলিশ সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৫ এর খসড়া অনুমোদন

৪৫. ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গ্রহণের আগে কোন সরকারি কর্মচারীকে গ্রেফতারের ব্যাপারে সরকারের পূর্বানুমতি নেয়ার বিধান রেখে গত ১৩ জুলাই সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৫ এর খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রীসভা। আগে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারা অনুযায়ী সরকারি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পেলে অভিযোগপত্র দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের অনুমোদন লাগবে বলা ছিল; তবে গ্রেপ্তারে বাধা ছিল না। কিন্তু এই নতুন আইনের ফলে অভিযোগপত্র অনুমোদন হওয়ার আগে গ্রেপ্তার করতে চাইলে অনুমতি নেয়ার বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।[২৫]

৪৬. এই আইনের ফলে সরকারি কর্মকর্তরা বিশেষ সুরক্ষা পাবেন এবং তাঁদের দ্বারা সংঘঠিত বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও অন্যায়ের বিষয়ে দায়মুক্তি লাভ করবেন। এমনিতেই সরকারের অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী দায়মুক্তি ভোগ করছেন। প্রস্তাবিত সরকারি কর্মচারী আইনে বৈষম্যমূলক যে বিধান রাখা হয়েছে, তা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'দেশের সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের কাছে সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী' এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪৭. জুলাই মাসেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা ও এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

যৌতুক সহিংসতা

৪৮. জুলাই মাসে ২৩ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১২ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১০ জন শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

৪৯. গত ১৭ জুলাই ঢাকা জেলার সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের জিনজিরা এলাকায় যৌতুক হিসেবে দেড় লাখ টাকা দিতে না পারায় সুখী আক্তার (২৬) নামে এক গৃহবধুর স্বামী রবিউল ইসলাম এবং তার স্বজনরা সুখীর চোখ স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে তুলে ফেলে এবং আরেক চোখে প্রচন্ড আঘাতে তিনি অন্ধ হয়ে যান। আহত সুখী

[২৫] প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০১৫

আক্তারকে ঢাকার জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকাবাসী রবিউলকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছে।[২৬]

ধর্ষণ

৫০. জুলাই মাসে মোট ৫৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২১ জন নারী ও ৩৭ জন মেয়ে শিশু। ওই ২১ জন নারীর মধ্যে ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১১ জন গণধর্ষণের শিকার হয় এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এছাড়া একই সময়ে ৭ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫১. গত ১১ জুলাই রাত আনুমানিক ১০ টায় বাগেরহাট জেলার চিতলমারীর সিংগা খেয়াঘাট এলাকা থেকে কয়েকজন যুবক এক প্রতিবন্ধী নারী (২৪) কে জোরপূর্বক একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যেয়ে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায় ।[২৭]

যৌন হয়রানি

৫২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ৫ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ১ জন লাঞ্ছিত এবং ৪ জন বখাটের হাতে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় ২ জন পুরুষ যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে আহত হয়েছেন।

এসিড সহিংসতা

৫৩. জুলাই মাসে ৫ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে ২ জন নারী, ২ জন পুরুষ ও ১ জন বালিকা এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৫৪. গত ৬ জুলাই গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুর গ্রামে গৃহবধু সুমিতা রাণী দাস তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে থাকার সময় ঘরের জানালা দিয়ে দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। এসিড দগ্ধ সুমিতা রাণী দাসকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। সুমিতার ধারণা তাঁর স্বামী কমলের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হওয়ার জের ধরেই স্বামী কমলই তাঁকে এসিড ছুঁড়ে মেরেছে। [২৮]

৫৫. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, আইন ও বিচার ব্যবস্থার ভয়াবহ অবনতির কারণে নারী এবং পুরুষদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে এবং নারীরা

[২৬] নিউ এজ, ২১ জুলাই ২০১৫
[২৭] মানবজমিন, ১৩ জুলাই ২০১৫
[২৮] নয়াদিগন্ত, ৮ জুলাই ২০১৫

এর শিকার হচ্ছেন মারাত্মকভাবে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৫৬. মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার জন্য সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* কর্তৃক বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে *অধিকারের* ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানী শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাত ১০:২০ এ *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় এবং প্রথমে তাদের হেফাজতে তাঁকে আটক রাখার কথা অস্বীকার করে। আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধন আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলান কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী থাকার পর জামিনে জেল থেকে ছাড়া পান। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক গত ২০ বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়। *অধিকার* প্রতিনিয়ত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চরমভাবে হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকান্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য গত দেড় বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা ও নতুন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

৫৭. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বন্ধের জন্য রাষ্ট্রকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার এর* মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কণ্ঠরোধ করার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি-জুলাই ২০১৫*									
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট
**বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	১২	৩০	৯	৮	১৪	৬	৭	৮৬
	গুলিতে নিহত	৫	৫	২	১	০	৩	০	১৬
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	০	০	১	০	০	২
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	১	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	০	১	০	২	০	০	৩
	অন্যান্য	০	২	০	০	১	০	০	৩
	মোট	১৮	৩৮	১২	৯	১৮	৯	৭	১১১
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	১৬	৮	১	৩	০	০	৩০
গুম		১৪	১০	১০	৩	০	৩	০	৪০
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৫	১	৯	৩	৩	৫	২৮
	বাংলাদেশী আহত	১১	৭	৫	৪	২	৬	৫	৪০
	বাংলাদেশী অপহৃত	৪	৯	৩	০	০	১	৩	২০
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৬	৩	১৬	১৬	৫	০	৬	৫২
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	০	২	১০	১৫	১	৩০
	লাঞ্ছিত	২	১	০	০	০	০	০	৩
	নির্যাতন	০	০	১	০	০	০	০	১
	গ্রেফতার	২	০	১	১	১	০	১	৬
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৪৮	৪০	৩৩	১১	৫	১১	৫	১৫৩
	আহত	১৯৪৭	৭২২	৫৮০	২৬২	২৭২	৩২০	৪৭৫	৪৫৭৮
যৌতুক সহিংসতা		১৩	১৫	১৫	১৩	১৭	১৪	২৩	১১০
ধর্ষণ		৩৩	৪৪	৪১	৪৩	৮২	৬৫	৫৮	৩৬৬
***যৌন হয়রানীর শিকার		১৯	৯	১৯	৬	৯	১৩	৫	৮০
এসিড সহিংসতা		৮	৪	৩	৫	৪	১	৫	৩০
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১২	৭	৮	১৫	১৫	১১	৯	৭৭
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এ গ্রেফতার		১	২	৩	১	১	৬	২	১৬

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় ৫ টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

***গত ১৪ এপ্রিল ২০১৫ পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে অনেক নারী যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে, যার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বলে পরিসংখ্যানে অর্ন্তভুক্ত করা যায়নি।

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধের জন্য অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৩. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিস্এ্যাপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৪. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান[২৯] সহ রাজনৈতিক কারণে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৬. সরকারকে অবশ্যই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের ওপর আক্রমণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ফেলানী হত্যার ব্যাপারে অপরাধী বিএসএফ সদস্যদের শাস্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত বৈষম্যমূলক সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৫ প্রত্যাহার করতে হবে। কারণ এই আইন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপরাধের ক্ষেত্রে দায়মুক্তির ব্যবস্থা করবে ।

[২৯] মাহমুদুর রহমান ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সরকারকে প্রচলিত আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া সহিংসতা বন্ধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১১. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং *অধিকার* এর সকল মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।